গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৪.২০২০.৭ তারিখ: ১২.০১.২০২১ খ্রি.

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ১০.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও. পুনর্বিবেচনা সংক্রান্তে গঠিত কমিটির ১০.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	পর্যালোচনা	কমিটির সুপারিশ
১.	বিষয়টি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন লাকসাম পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া বেগমের স্থগিত বেতনভাতা ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত। আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা ১৫.০৫.২০১৬ তারিখের ০৫.২০.১৯০০.০২১.২৭.০০৬.২০১৬(১)-৩৫৭ নং স্মারকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অত্র বিভাগ ০৬.১০.২০১৬ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০১২(কুমিল্লা).২০১৩(অংশ-১).৪৮৬ নং স্মারকে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন লাকসাম পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া বেগমের এম.পি.ও. স্থগিত করা হয়। তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৬০৬২/২০১৭ নং মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ০৬.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশে জনাব সুরাইয়া বেগমের আবেদন খারিজ করে দেন। মহামান্য হাইকোর্টের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আর আপিল দায়ের করেননি। পরবর্তীতে ম্যানিজিং কমিটি ১৮.০৭.২০১৭ তারিখে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, লাকসাম, কুমিল্লায় ১০৫/২০১৮ নং মামলা দায়ের করেন। সিনিয়র জজ আদালত, লাকসাম, কুমিল্লা ১২.১১.২০১৮ তারিখের একতরফা সূত্রে তাঁকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহালপূর্বক তার পাওনাদি পরিশোধ করায় নির্দেশ প্রদান করেন। এতে দেখা যায় যে, মহামান্য হাইকোর্টের ০৬.০৮.২০১৭ তারিখের ৬০৬২/২০১৭ নং মামলার আদেশকে গোপন করে নিম্ন আদালত থেকে একতরফা ডিক্রি লাভ করেন। এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকোর্টের ০৬.০৮.২০১৭ তারিখের ৬০৬২/২০১৭ নং মামলার আদেশে জনাব সুরাইয়া বেগমের আবেদনটি খারিজ হওয়ায়, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করায় এবং তিনি মহামান্য হাইকোর্টের ৬০৬২/২০১৭ নং মামলার আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপিল দায়ের না করায় মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক তাঁর বেতন ভাতা ছাড়করণের কোন সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	মহামান্য হাইকোর্টের ৬০৬২/২০১৭ নং মামলার ০৬.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশে জনাব সুরাইয়া বেগমের আবেদনটি খারিজ হওয়ায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করায় ও ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ১৮.০৭.২০১৭ তারিখে তাঁকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করায় তাঁর এম.পি.ও. পুনরায় চালু করার কোন সুযোগ নেই।

০২.	বিষয়টি মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ০২ জন সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে (১) জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং (২) জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এর পুন: এম.পি.ও. ভুক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত। কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে. জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) ০১.১০.২০০৩ তারিখে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং মে/২০০৪ তারিখে এম.পি.ও.ভুক্ত হন। পরবর্তীতে দুজনই পরকীয়ায় জড়িয়ে পরেন। উভয়েরই স্বামী স্ত্রী এবং সন্তানাদি থাকার পরেও অবৈধ কাজে ধরা পড়েন এবং পুলিশ কর্তৃক আটক হন। এরপর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান এবং এম.পি.ও.ভুক্তির কয়েক মাসের মধ্যে এহেন নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের কারনে স্কুল কর্তৃপক্ষ ১২.০১.২০০৫ তারিখে তাঁদেরকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন। সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ০৪.১২.২০০৫ তারিখে তা অনুমোদিত হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা জয়পুরহাট সিনিয়র জজ আদালতে ৭৬/২০০৫ নং অন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের ৭৬/২০০৫ নং আদেশে তাঁদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাটে ২৭.১০.২০০৮ তারিখে ২৪/২০০৭ নং মামলা দায়ের করেন। যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাট ২৭.১০.২০০৮ তারিখের ২৪/২০০৭ নং মামলায় সিনিয়র জজ আদলতে ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের ৭৬/০৫ নং মামলার আদেশের রায় রহিত করেন। যুগ্ম জজ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে ৪৪৪৭/২০০৮ নং সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ০৬.০৬.২০১৩ তারিখে মামলাটি যুগ্ম জজ আদালত, জয়পুরহাটে রিমান্ডে প্রেরণ করেন। যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাট ২৪/০৭ নং মোকদ্দমা পুনরায় শুনানীন্তে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ৭৬/২০০৫ নং মোকদ্দমার রায় ও আদেশ ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে বহাল করেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুনরায় মহামান্য হাইকোর্টে ৩৪৪৬/১৪ নং সিভিল রিভিশন দায়ের করেন যা শুনানীন্তে মহামান্য হাইকোর্ট ১৬.০৭.২০১৮ তারিখে নিম্ন আদালতের রায় বহাল করেন। উল্লেখ্য, বর্ণিত মামলাগুলোতে সরকারকে কোন পক্ষভূক্ত করা হয়নি। ইতোমধ্যে ২০০৪ সাল থেকে প্রায় ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং তাঁদের দুজনকে মে/২০০৪ থেকে শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক স্খলনের কারণে বরখাস্ত করার পর পরবর্তীতে ০১.০৭.২০০৬ তারিখে জনাব হারুনুর রশিদ (ইনডেক্স নং-১০৩৩৪২২) এবং নূরজাহান বেগম (ইনডেক্স নং-১০৩৩৪২০) কে বিধিসম্মত ভাবে নিয়োগ প্রদানপূর্বক এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়। যা অদ্যাবধি চলমান আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ দুটি ১৪ বছর আগেই পূরণ হয়ে গেছে। কোন শূণ্য পদ নেই। এমতাবস্থায়, তাঁদের পদ দুটি সহ:শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) এবং সহ:শিক্ষক(বাংলা) প্রায় ১৪ বছর আগেই বিধি মোতাবেক পূরণ হয়ে যাওয়ায় ও কোন শূণ্য পদ না থাকায় এবং সরকার এক্ষেত্রে কোন পক্ষভূক্ত না হওয়ায় একই পদের বিপরীতে প্যাটার্ণের অতিরিক্ত হিসেবে জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) কে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং সামাজিক বিজ্ঞান পদে ০১.০৭.২০০৬ তারিখে অর্থাৎ ১৪ বছর আগে থেকেই পদ দুটিতে অন্য দুই জন বিধি মোতাবেক এম.পি.ও.ভুক্ত হয়ে অদ্যাবধি কর্মরত থেকে তাঁদের এম.পি.ও. চলমান আছে বিধায় জনবল কাঠামোর বাইরে অতিরিক্ত দুইজন (জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি সহকারী শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান) কে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের সুযোগ নেই।

০২.	বিষয়টি মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ০২ জন সহকারী শিক্ষক যথাক্রমে (১) জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং (২) জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) এর পুন: এম.পি.ও. ভুক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত। কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে. জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) ০১.১০.২০০৩ তারিখে জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং মে/২০০৪ তারিখে এম.পি.ও.ভুক্ত হন। পরবর্তীতে দুজনই পরকীয়ায় জড়িয়ে পরেন। উভয়েরই স্বামী স্ত্রী এবং সন্তানাদি থাকার পরেও অবৈধ কাজে ধরা পড়েন এবং পুলিশ কর্তৃক আটক হন। এরপর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান এবং এম.পি.ও.ভুক্তির কয়েক মাসের মধ্যে এহেন নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের কারনে স্কুল কর্তৃপক্ষ ১২.০১.২০০৫ তারিখে তাঁদেরকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করেন। সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ০৪.১২.২০০৫ তারিখে তা অনুমোদিত হয়। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা জয়পুরহাট সিনিয়র জজ আদালতে ৭৬/২০০৫ নং অন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের ৭৬/২০০৫ নং আদেশে তাঁদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাটে ২৭.১০.২০০৮ তারিখে ২৪/২০০৭ নং মামলা দায়ের করেন। যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাট ২৭.১০.২০০৮ তারিখের ২৪/২০০৭ নং মামলায় সিনিয়র জজ আদলতে ০৮.০৩.২০০৭ তারিখের ৭৬/০৫ নং মামলার আদেশের রায় রহিত করেন। যুগ্ম জজ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে ৪৪৪৭/২০০৮ নং সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ০৬.০৬.২০১৩ তারিখে মামলাটি যুগ্ম জজ আদালত, জয়পুরহাটে রিমান্ডে প্রেরণ করেন। যুগ্ম জেলা জজ আদালত, জয়পুরহাট ২৪/০৭ নং মোকদ্দমা পুনরায় শুনানীন্তে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ৭৬/২০০৫ নং মোকদ্দমার রায় ও আদেশ ০৪.০৮.২০১৪ তারিখে বহাল করেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুনরায় মহামান্য হাইকোর্টে ৩৪৪৬/১৪ নং সিভিল রিভিশন দায়ের করেন যা শুনানীন্তে মহামান্য হাইকোর্ট ১৬.০৭.২০১৮ তারিখে নিম্ন আদালতের রায় বহাল করেন। উল্লেখ্য, বর্ণিত মামলাগুলোতে সরকারকে কোন পক্ষভূক্ত করা হয়নি। ইতোমধ্যে ২০০৪ সাল থেকে প্রায় ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং তাঁদের দুজনকে মে/২০০৪ থেকে শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক স্খলনের কারণে বরখাস্ত করার পর পরবর্তীতে ০১.০৭.২০০৬ তারিখে জনাব হারুনুর রশিদ (ইনডেক্স নং-১০৩৩৪২২) এবং নূরজাহান বেগম (ইনডেক্স নং-১০৩৩৪২০) কে বিধিসম্মত ভাবে নিয়োগ প্রদানপূর্বক এম.পি.ও.ভুক্ত করা হয়। যা অদ্যাবধি চলমান আছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ দুটি ১৪ বছর আগেই পূরণ হয়ে গেছে। কোন শূণ্য পদ নেই। এমতাবস্থায়, তাঁদের পদ দুটি সহ:শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) এবং সহ:শিক্ষক(বাংলা) প্রায় ১৪ বছর আগেই বিধি মোতাবেক পূরণ হয়ে যাওয়ায় ও কোন শূণ্য পদ না থাকায় এবং সরকার এক্ষেত্রে কোন পক্ষভূক্ত না হওয়ায় একই পদের বিপরীতে প্যাটার্ণের অতিরিক্ত হিসেবে জনাব মো: জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) কে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং সামাজিক বিজ্ঞান পদে ০১.০৭.২০০৬ তারিখে অর্থাৎ ১৪ বছর আগে থেকেই পদ দুটিতে অন্য দুই জন বিধি মোতাবেক এম.পি.ও.ভুক্ত হয়ে অদ্যাবধি কর্মরত থেকে তাঁদের এম.পি.ও. চলমান আছে বিধায় জনবল কাঠামোর বাইরে অতিরিক্ত দুইজন (জাইদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) এবং জনাব মোছা: শামছুন নাহার বিউটি সহকারী শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান) কে বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের সুযোগ নেই।

০৩.	বিষয়টি বরিশাল জেলার সদর উপজেলার কড়াপুর পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব দেলোয়ার হোসেন এর খোরপোষ ভাতা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত। কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কড়াপুর পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন (ইনডেক্স নং-১০০১০২২) এর জাল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদের মাধ্যমে এম.পি.ও.ভুক্তি হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৮.০৭.২০১৮ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮(খন্ড-১)/৩০১ নং স্মারকে এম.পি.ও. থেকে তার নাম কর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে নভেম্বর/২০১৮ মাসের এম.পি.ও. হতে তার নাম কর্তন করা হয়। পরবর্তীতে জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯২/২০১৯ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ১৯.০৬.২০১৯ তারিখে রিট পিটিশন নং-৯২/২০১৯ মামলায় মন্ত্রণালয়ের আদেশটি স্থগিত করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে ২৩৭/২০১৯ সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল দায়ের করলে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিলেট ডিভিশন সরকার পক্ষের আবেদন খারিজ করেন দেন। অন্যদিকে জনাব দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে কম্পিউটার চুরির দায়ে বরিশাল সদর ম্যাজিস্ট্রেট আদলাত জিআর নং ৭৯/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয় এবং ঐ মামলায় তিনি চার্জশীটভুক্ত ২ নং আসামী। বিজ্ঞ বরিশাল সদরের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র গঠন করেন। উল্লেখ্য, কোন উপরোক্ত কোন মামলারই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের ভিত্তিতে জনাব দেলোয়ার জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার), কড়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সদর, বরিশাল এর এম.পি.ও. স্কীমে খোরপোষ ভাতা (Subsistance Allowance) প্রদানের জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	বরিশাল জেলার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জি,আর নং-৭৯/২০১৬ মামলার চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে সহকারী শিক্ষক জনাব দেলোয়ার হোসেন এর খোরপোষ ভাতা প্রদানে সুপারিশ করা হলো।
০৪.	বিষয়টি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশান এর সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন হক (ইনডেক্স নং-১১১০০৯৭) এর বেতন ছাড়করণ সংক্রান্ত। কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব কামরুন হক, সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশানে ১৫/০৬/২০১৩ যোগদান করেন জুলাই ২০১৪ মাসে এম.পি.ও.ভুক্ত হন। মাউশি অধিদপ্তর জানিয়েছে যে, জনাব কামরুন হক কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে বেতন ভাতাদি পরিশোধের শর্তে অতিরিক্ত শ্রেণী শাখার বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয় কিন্তু শিক্ষক তালিকার মূল প্যাটার্ণ দেখিয়ে তিনি এম.পি.ও.ভুক্ত হওয়ার অভিযোগে মাউশি অধিদপ্তর সেপ্টেম্বর/২০১৪ সাল হতে তার বেতন ভাতাদি স্থগিত করে। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৩৬৪১/২০১৬ নং মামলার আদেশে তাঁর বকেয়াসহ বেতন ভাতার সরকারি অংশ ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে ১০৭৫/২০১৮ নং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল দায়ের করেন। মহামান্য আপিলেট ডিভিশন ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ১০৭৫/.২০১৮ নং মামলাটি খারিজ করে দেন। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব কামরুন হক তাঁর বকেয়াসহ বেতন ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। সেপ্টেম্বর/২০১৪ মাসের এম.পি.ও.তে তার বেতন ভাতাদি স্থগিত কর হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব কামরুন হক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৩৬৪১/২০১৬ মোকদ্দমা দায়ের করেন।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং ১০৭৫/২০১৮ এর ২৯/৪/২০১৯ তারিখের আদেশ, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং ৩৬৪১/২০১৬ এর ২৫/১/২০১৮ তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং জনবল কাঠামো এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ১৮.৩ অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশান এর

	এমতাবস্থায় মহামান্য হাইকোর্টের ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৩৬৪১/২০১৬ নং মামলার আদেশ এবং জনবল কাঠামো এম.পি.ও. নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৮.৩ অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশনের সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন হক-এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ বকেয়া ব্যতীত এম.পি.ও. ভুক্তি প্রদানের জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন হক-এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

০২. এমতাবস্থায়, বর্ণিত ০৪(চার) টি বিষয়ে গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২২/১/২০২১

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ----------।
৭. জনাব ----------।
৮. অফিস কপি।

	এমতাবস্থায় মহামান্য হাইকোর্টের ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৩৬৪১/২০১৬ নং মামলার আদেশ এবং জনবল কাঠামো এম.পি.ও. নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৮.৩ অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার কাটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশনের সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন হক-এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ বকেয়া ব্যতীত এম.পি.ও. ভুক্তি প্রদানের জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।	সহকারী শিক্ষক জনাব কামরুন হক-এর বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড়করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

০২. এমতাবস্থায়, বর্ণিত ০৪(চার) টি বিষয়ে গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২২/১১/২০২১

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ----------।
৭. জনাব ----------।
৮. অফিস কপি।